২৫

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 1-2 APR-1994 ... ..
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩.....

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় সমন্বয়

বছরখানেক আগে দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল আট। সম্প্রতি এ তালিকায় যোগ হয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। ফলে, সংখ্যা দাঁড়িয়েছে নয়। কিন্তু ভর্তি সমস্যার কোন সুরাহা হয়নি। এ নিয়ে তেমন সমন্বয়ও নেই। এক সময় সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে কৃষি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি নিয়ে সমন্বয়ের অভাব ছিল। পরবর্তীকালে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হয়। তবে সে ক্ষেত্রে খুব একটা সফলতা এসেছে বলা যাবে না। শেষ পর্যন্ত সেশনজটের জন্য সব কিছুই ভেস্তে যায়। আবার ভর্তি প্রক্রিয়ার হেরফেরের জন্য ঝামেলাও কম হয় না। সেই ঝামেলাই নতুন করে দেখা দিয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি হবার পর।

উল্লেখ্য যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির শেষ তারিখ ছিল ২৩ মার্চ। অপর দিকে রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়নি। জাহাঙ্গীর-নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরম বিলি শুরু হয়েছে। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা হলেও সব ইউনিটের ফলাফল এখনো প্রকাশিত হয়নি। শুধুমাত্র ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে।

অর্থাৎ ভর্তি পরিস্থিতি একান্তই নাজুক। প্রসঙ্গত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই ধরা যাক। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছে হাজার পঞ্চাশেক ছাত্রছাত্রী। এর মধ্যে ভর্তির সুযোগ পাবে মাত্র তিন হাজার ছাত্রছাত্রী। ফলে, নিশ্চয়ই সমস্যা সৃষ্টি হবে বাকি ছাত্রদের ভর্তি নিয়ে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির শেষ তারিখ চলে যাওয়ায় এ ছাত্রদের ভবিষ্যৎ হবে অনিশ্চিত। একই পরিস্থিতি দেখা দেবে রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার পর। ভর্তিচ্ছু সকলেই যে ভর্তির সুযোগ পাবে না, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। অথচ তারা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগও পাচ্ছে না।

এই প্রসঙ্গেই প্রশ্ন উঠেছে ভর্তির ব্যাপারে সমন্বয় নিয়ে। সকল বিশ্ববিদ্যা-লয়ের কর্মকর্তারা এ বিষয়ে অবহিত। দীর্ঘ দিন ধরে এ সমস্যা তারা মোকাবিলা করছেন। অথচ মনে হচ্ছে, এ সমস্যাটি তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। কিন্তু দৃষ্টি এড়ালে ত সমস্যার সমাধান হবে না। প্রয়োজন হবে সমস্যাটি বিবেচনায় নিয়ে সমাধানের পথ বের করা।

SHEET — OF — SHEETS